দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 04 DEC 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গনে

ছাত্র সমাজের দায়িত্ব

শিক্ষাঙ্গনের কেন্দ্রীয় চরিত্র ছাত্র। শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা, শিক্ষার উন্নতি, শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনে ছাত্রদের ভূমিকা ব্যাপক [illegible] অবকাশ রাখে না। অথচ ছাত্রদের মধ্যে আজ দারুণ অবক্ষয় বিরাজ করছে। ছাত্রদের বিভ্রান্তিকর কার্যকলাপে আজ শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বিরাজ করছে। সমগ্র দেশের শিক্ষাঙ্গন আজ কলুষিত। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের একক উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। ছাত্ররা পবিত্র, তাদের দায়িত্বও পবিত্র। হাদীসে আছে——"জ্ঞানী ব্যক্তির কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্র।" প্রয়োজনীয় বিদ্যা শিক্ষা করা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই ফরজ। কাজেই বিদ্যা শিক্ষা অর্জন নিঃসন্দেহেএকটি পবিত্র ও মর্যদা সম্পন্ন কাজ। অথচ এই পবিত্র কাজে জড়িত থেকেও ছাত্ররা কেন বিভ্রান্তিমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে। এর নানাবিধ কারণের মধ্যে মূল কারণ হচ্ছে শিক্ষার প্রতি অনীহা। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন বৈচিত্র নেই। বাস্তবের সাথে পাঠ্য পুস্তকের অসামঞ্জস্যের কারণে ছাত্ররা ক্রমশঃ পাঠ্য-পুস্তকের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। ছাত্ররা কোন আগ্রহ নিয়ে বিদ্যার্জন করে না।

বর্তমানে ছাত্ররা নিছক প্রয়োজনের বশবর্তী হয়ে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়। বর্তমানে বেকার সমস্যার শোচনীয় চিত্র ছাত্রদের মনে শিক্ষার প্রতি অনীহা সৃষ্টি করছে। পড়াশোনা থেকে বিমুখ হয়ে ঝুঁকে পড়ছে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার জন্য খণ্ডকালীন কর্মের দিকে। কিন্তু ছাত্রাবস্থায় অন্য কোন চিন্তার প্রাধান্য কাম্য নয়। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরা লেখাপড়ার পাশাপাশি উৎপাদনশীল কাজ করে অর্থ উপার্জন করুক, তাদের স্বচ্ছলতা আনুক এতে আমাদের আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু আমাদের আপত্তি যখন স্কুলগামী ছাত্ররা এ ধরনের কাজে জড়িয়ে পড়ে, কখনো কখনো অপরাধমূলক মারাত্মক ক্ষতিকর কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ছাত্রদের হাতে অতিরিক্ত অর্থ আসলে তারা তার যথেচ্ছা ব্যবহার করে। অর্থ ব্যয় করে ক্ষতিকর নেশাজাতীয় দ্রব্য ক্রয় করে। আজকাল সচরাচর একটি দৃশ্য চোখে পড়ে তা হচ্ছে ছাত্রদের হাতে ভিডিও ক্যাসেট। আগে দেখা যেত ছাত্ররা অবসর সময়ে জীবনচরিত পাঠ অথবা ভ্রমণ কাহিনী পড়ছে। বোম্বের অশ্লীল দৃশ্য সম্বলিত ভিডিও ক্যাসেট, এখন তাদের নিত্য সাথী।

অথচ পাঠ্য পুস্তকের বাইরে অন্যান্য বই পাঠের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী। আজকাল প্রায়ই দেখা যায় ছাত্ররা কয়েকজন মিলে ভিডিও লাইব্রেরী গঠনে ব্যস্ত। অথচ একটা সময় ছিল যখন ছাত্ররা পাঠাগার গঠনে ব্যস্ত থাকত। এটাকে নিছক সময়ের অবক্ষয় বলে উড়িয়ে দিলে ফলাফল ভয়াবহ। ছাত্রদের শিক্ষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করতে হবে। পাঠ্য পুস্তকের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। কোন ছাত্র যদি পড়ার সময় ভিডিও ক্লাব নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাহলে তার শিক্ষার প্রতি অনুরাগটা সহজেই অনুমেয়। অথচ আমরা জানি মেধা, মনন যা-ই থাক না কেন বিদ্যার্জনে ছাত্রদের ব্রতী হতেই হবে। ছাত্রদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ থাকতে হবে, জ্ঞানার্জনে কৌতুহল থাকতে হবে। ছাত্রদের হাতে বইয়ের চেয়ে মানানসই আর কিছুই থাকতে পারে না। পাশ্চাত্য প্রীতি আমাদের ছাত্রদের ভেতরে অবক্ষয়ের সৃষ্টি করছে। গ্রামের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন আজকাল ছাত্রদের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে অথচ ছাত্ররা যদি শিক্ষার পাশাপাশি গ্রাম উন্নয়নমূলক কাজে অংশ নেয় তাহলে স্বনির্ভর বাংলাদেশ গঠনের পথ প্রশস্ত হবে সহজেই। আজ ছাত্রদের মধ্যে যে অবক্ষয়ের বীজ বপন হয়েছে তাকে চিরতরে নির্মূল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অগ্রসর হতে হবে।

বিশেষ করে প্রধান ভূমিকা পালন করবেন শিক্ষকগণ। ছাত্রদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি হলে মানসিকতায় রুচি বোধ ফিরে আসলে শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা ফিরে আসবে এতে সন্দেহ নেই। ছাত্রদের মধ্যে যদি সচেতনা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় তাহলে ছাত্ররা এই অবক্ষয়ের পথ থেকে সরে আসবে। ছাত্রদের মনে ভবিষ্যত সম্পর্কে আগ্রহ হবে। তাদেরকেই বেকার সমস্যা উচ্ছেদের কাজে এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় আমাদের বর্তমান ছাত্রসমাজ তাদের দায়িত্ব বোধ সম্পর্কে হয়ে উঠছে অসচেতন। কিন্তু যে কোন উপায়েই হোক এই অবস্থার নিরসন করে আমাদের ছাত্র সমাজকে ফিরিয়ে আনতে হবে এই অবক্ষয়ের পঙ্কিল পথ থেকে।

—ফারহানা ইসলাম (জয়া)